সমকাল

তারিখ ... 04 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

মন্ত্রণালয়ের নামে স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতারণা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দেড়শর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ নিয়ে প্রতারণা শুরু করেছে সংঘবদ্ধ এক চক্র। তারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নানা তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠায়। চিঠিতে যোগাযোগের জন্য দেওয়া হচ্ছে মোবাইলফোন নম্বর। সরলমনা শিক্ষকরা ওইসব ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে টাকা চাওয়াসহ দেওয়া হচ্ছে নানা হুমকি-ধমকি। প্রতারক চক্রটি শিক্ষকদের ভয়ভীতি দেখাতে সরকারি ভুয়া আদেশ, নির্দেশ ও স্মারক প্রদর্শন করছে। এমন প্রতারণা ঠেকাতে শিক্ষকদের সচেতন করতে সম্প্রতি পরিপত্র জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত ২৮ এপ্রিল জারি করা ওই পরিপত্রে বলা হয়, এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি অজ্ঞাত উৎস থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অস্তিত্বহীন কর্মকর্তার নাম ব্যবহার করে বিশেষ করে উপসচিব মোহাম্মদ আবুল কালামের স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন জেলা ও থানা বা উপজেলা শিক্ষা অফিসের কাছে জাতীয়করণের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য প্রেরণ, জাতীয়করণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ, শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ক আদেশ-নির্দেশ পাঠাচ্ছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ ধরনের ভুয়া ও জাল আদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয়-১ অধিশাখা থেকে আগে জারি করা অনুরূপ আদেশে ব্যবহৃত নথির নম্বর ও কাল্পনিক নম্বর ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আদেশ থেকে উপসচিব মোহাম্মদ আবুল কালামের স্বাক্ষর নকল করে এ ধরনের আদেশে ব্যবহার করা হয়।

পরিপত্রে আরও বলা হয়, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে একাধিক ধাপে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত কার্যক্রমের সূত্রে প্রায় প্রতিদিনই অসংখ্য আদেশ, নির্দেশ ও স্মারক জারি করতে হয়। সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিক অবহিত করা ও দ্রুত যোগাযোগের সুবিধার্থে এ-সংক্রান্ত আদেশ, নির্দেশ, স্মারক ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ অনেক ক্ষেত্রেই

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

মন্ত্রণালয়ের নামে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ই-মেইলযোগে সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠানো হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো স্বার্থান্বেষী চক্র ও অসাধু ব্যক্তি জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের দফতরগুলোতে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পরিপত্রে বলা হয়েছে, ওয়েবসাইট বা ই-মেইলে প্রাপ্ত আদেশ, নির্দেশ, স্মারক ইত্যাদির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mopme.gov.bd) উপসচিব মোহাম্মদ আবুল কালামের দাফতরিক ই-মেইল (dss.mopme@gmail.com) ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়া আদেশ, নির্দেশ, স্মারক গ্রহণ বা বিবেচনা না করা। ডাক বিভাগ ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে পাঠানো বা প্রাপ্ত আদেশ, নির্দেশ, স্মারক বিবেচনায় না নিতেও সবাইকে বলা হয়েছে। কোনো উৎস বা সূত্র থেকে প্রাপ্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ ও স্মারকের নম্বর, তারিখ, বিষয়বস্তু, জারিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর সম্পর্কে সন্দেহ হলে প্রয়োজনে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে পরিপত্রে।